এমকাল

তারিখ ... 13 JUL 2017 ...
পৃঃ ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় ও আমাদের প্রত্যাশা

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

ড. মো. আনোয়ার হোসেন

সহযোগী অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট জানতে আমাদের একটু পেছনে ফিরে যেতে হবে। ব্রিটিশ শাসনামলে (১৮৯০-৯৬) রবীন্দ্রনাথ শাহজাদপুর আসতেন এবং অবস্থান করতেন একটি কাছারি বাড়িতে এই এলাকায় তাদের জমিদারি দেখাশোনা করার জন্য। এই বাড়িটি ছিল এক সময়কার নীলকর সাহেবদের কুঠিবাড়ি হিসেবে। কুঠিবাড়িটি ছিল নীলকরদের রঙমহল। কালচক্রে নীলকরদের পতন হওয়ায় তারা এ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। ১৮৪০ সালে শাহজাদপুরের জমিদারি নিলামে উঠলে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর তের টাকা দশ আনায় এ জমিদারি কিনে নেন নাটোরের রানী ভবানীর কাছ থেকে। জমিদারির সঙ্গে সঙ্গে এই নীলকুঠি বাড়িটি ঠাকুর পরিবারের হস্তগত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ তার কবিজীবনের অর্ধদশক অবস্থান করেছিলেন শাহজাদপুরে (১৮৯০-৯৬)। তিনি দেখেছেন এখানকার মানুষকে, উপভোগ করেছেন নিসর্গের বিচিত্র রূপকে, আবিষ্কার করেছেন স্বদেশের আত্মাকে। শাহজাদপুরের পল্লী প্রকৃতি কবিকে বিমোহিত করেছিল। এ কারণেই তার কাছারি বাড়িটি সংস্কার করে ছয় বছর যাবৎ বসবাস করতেন। এই কাছারি বাড়িতে অবস্থানকালে তিনি অসাধারণ কালজয়ী সাহিত্য রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : 'সোনার তরী' কাব্যের 'ভরা ভাদরে', 'দুই পাখি', 'আকাশের চাঁদ', 'হৃদয় যমুনা', 'প্রত্যাখ্যান', 'বৈষ্ণব কবিতা', 'পুরস্কার' ইত্যাদি এবং কল্পনা কাব্যের বিভিন্ন গান। তার শাহজাদপুরের রচিত ছোট গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ছুটি', 'পোস্টমাস্টার', 'সমাপ্তি', 'অতিথি' ইত্যাদি বিখ্যাত। এ ছাড়া তার বিখ্যাত 'বিসর্জন' নাটকও এখানে রচিত। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তার পরবর্তী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শাহজাদপুরের প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান। তিনি যেহেতু বাংলা সাহিত্যের এক কালজয়ী প্রাণপুরুষ এবং বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা, তাই তার স্মৃতি রক্ষার্থে তার নামে শাহজাদপুরের মাটিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক। এটা ছিল শাহজাদপুরের গণমানুষের প্রাণের দাবি।

রবীন্দ্রনাথের নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে ব্যক্তি সবচেয়ে প্রথম গণমানুষের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন, তিনি হলেন আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় কবি ও সাহিত্যিক বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রয়াত ড. মযহারুল ইসলাম। আশির দশকের শেষ দিক থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত শাহজাদপুরে ট্যাগর গেটে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। কিন্তু প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মতো অজ্ঞাত কারণে আর সেই বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবের মুখ দেখতে পারেনি। পরবর্তীকালে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. আব্দুল খালেক স্যারের একটি লেখা সরকারের সুনজরে আসে এবং স্যার আহ্বায়ক হয়ে রবীন্দ্রনাথের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। যার ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা গত ২৫ বৈশাখ ১৪২২ সনে (৮ মে ২০১৫) 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। দীর্ঘ দুই বছর প্রশাসনিক পদক্ষেপগুলো শেষ করে ১৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট-বিল জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাস হয় এবং ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত কয়েকদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর বিশ্বজিৎ ঘোষকে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। আমরা সবাই খুশি হয়েছি তার এই নিয়োগে। শাহজাদপুরবাসী তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দ মিছিলও করেছে। অবশেষে সব প্রতীক্ষার পালা শেষ করে শাহজাদপুরের গণমানুষের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। আমরা আশা করি, আগামী ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করবেন মাননীয় ভিসি। আর তার জন্য দরকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ। শাহজাদপুরের সরকারি কলেজ এবং কয়েকটি স্থানীয় বেসরকারি কলেজের শ্রেণিকক্ষ ব্যবহার করা যেতে পারে সাময়িকভাবে ক্লাস পরিচালনা করার জন্য। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোর সহযোগিতা সবার একান্ত কাম্য।

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শাহজাদপুরবাসী রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে ভবিষ্যতে কেমন দেখতে চায় তা নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। যেহেতু এই বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়; যেমন উল্লেখ করেছেন প্রফেসর ড. আব্দুল খালেক স্যার তার লেখাতে (৩ জুন ২০১৭, দৈনিক জনকণ্ঠ)। এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমে জানা দরকার বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণত কত ধরনের? উন্নত বিশ্বে দু'ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় আছে। পড়ানো বিশ্ববিদ্যালয় (Teaching University) ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় (Research University)। পড়ানো বিশ্ববিদ্যালয় বলতে ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝায়, যেখানে আমাদের দেশের কলেজগুলোর মতো পাঠ্যবই পড়ানো হয়; কিন্তু কোনো গবেষণার সুযোগ নেই। অন্যদিকে গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানোর পাশাপাশি মানসম্পন্ন গবেষণার (Quality Research) সুযোগ থাকে। রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দেখতে চাই। আর একটি গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, তা আলোচনা করছি।

প্রথমত যা দরকার তা হলো, ভালো মানের অবকাঠামো এবং আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা থাকা। ছাত্রছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত ক্লাসরুম যেখানে থাকবে মালটিমিডিয়া সুযোগ-সুবিধা এবং ইন্টারনেট সংযোগ। গবেষণার জন্য চাই মানসম্পন্ন গবেষণাগার, ছাত্রছাত্রীর আবাসিক হল ও পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা যাতে শাহজাদপুর শহরে যাতায়াত করতে পারে, এর জন্য পর্যাপ্ত শাটল বাসের ব্যবস্থা । আর এ জন্য চাই প্রতি বছর উন্নয়ন খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ।

দ্বিতীয়ত, উচ্চমানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ। ইউরোপ, আমেরিকা এমনকি মালয়েশিয়ায় একজন গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার জন্য ডক্টর ডিগ্রিধারী প্রার্থী চাওয়া হয়। আমাদের যদিও এমন প্রার্থীর কিছুটা অভাব রয়েছে, সেহেতু কমপক্ষে প্রভাষক নিয়োগের সময় চারটি পরীক্ষায় (এসএসসি-মাস্টার্স) সনাতন পদ্ধতিতে চারটিতে ফার্স্ট ক্লাস এবং গ্রেডিং পদ্ধতিতে এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ ৫ এবং অনার্স ও মাস্টার্সে ৩.৫-এর ওপরে থাকা দরকার। প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ওই বছরে মেধা তালিকার (১-৭) মধ্যে থাকতে হবে, যা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে আমার জানামতে অনেক উচ্চমানসম্পন্ন বাংলাদেশি বিদেশে অবস্থান করছেন, যারা দেশে এসে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চাকরি করে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখতে চান। তাদের কথা মাথায় রেখে ঢালাওভাবে শুধু প্রভাষক নিয়োগ না দিয়ে পাশাপাশি বিদেশি ডিগ্রিধারী যোগ্য প্রার্থীদের সরাসরি সহকারী, সহযোগী ও প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক বিবেচনায় যেন শিক্ষক নিয়োগ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স-কারিকুলাম বিশ্বমানের করে তৈরি করা এবং স্কুলিং ইয়ার চার বছরের অনার্স এবং দুই বছর মেয়াদি মাস্টার্স কোর্স চালু করা, যাতে করে উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে স্কুলিং ইয়ার সমান (১৮ বছর) হয়। এর ফলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ ও ছাত্রছাত্রী বিনিময় (Exchange Program) করা সম্ভব হবে। বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে থাকবে। এ ছাড়া এক একাডেমিক ইয়ারের পরিবর্তে দুই সেমিস্টার (১ সেমিস্টার=৬ মাস) চালু করা ছাত্রছাত্রীদের জন্য উত্তম হবে।

চতুর্থত, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নানা আর্থিক অনিয়ম পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে। এ বিষয়ে প্রথম থেকেই সজাগ হওয়া দরকার। ঢালাওভাবে অযোগ্য শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা যাতে নিয়োগ না হয়, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার একটি সাহসী এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যার জন্য তিনি শাহজাদপুর তথা সিরাজগঞ্জের মানুষের কাছে চিরস্মরণীয়, চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে যাদের অবদান রয়েছে এবং শাহজাদপুরের কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত শাহজাদপুরের কৃতী সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে বর্তমান ভিসি একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রা শুরু করবেন এবং সফল হবেন– এই প্রত্যাশায় আমরা শাহজাদপুরবাসী।